কুষ্টিয়াতে শ্রমিক লীগনেতা ইউসুফ আলীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মরহুম ইউসুফ আলী স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মহিলা শ্রমিক লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি মো: জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মেহেরুন্নেসা বিউটি, জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: পলাশ মিয়া, মুসা আলী খান, হামিদুল ইসলাম, শাহিনুল ইসলাম লেবু, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, মাহি বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক আব্দুর রশিদ, পুনর্বাসন সম্পাদক সালাউদ্দিন, কুমারখালী থানা কমিটি লীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম সাদ্দাম, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন, শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি বরকত আলি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গফফার আলী খানসহ ইউসুফ আলীর পরিবারের সদস্যরা ।

বক্তারা বলেন, ইউসুফ আলী একজন ভালো এবং সৎ মানুষ ছিলেন। শ্রমিক লীগের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের ১১১৮’র প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন। শ্রমিকদের জন্য তিনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। শ্রমিক লীগের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তার সরব উপস্থিতি এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রেখে শ্রমিক রাজনীতি করেছেন। তার মৃত্যুতে জেলা শ্রমিক লীগের
যে শুন্যতা তা কখনো পোষাবার নয়।

পরে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মিললাইন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান।

‘বাস-ট্রাকে আগুন দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে বিএনপি : হানিফ

‘বিএনপি এখন বাস-ট্রাকে আগুন দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে তারা মূলত আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বারবার সরকার পতনের কথা বলে নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করে রাখতে চায়।’

শনিবার (৯ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে কুষ্টিয়া শহর ও সদর কমিটির বর্ধিত সভায় যোগ দিয়ে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, ‘নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে। আওয়ামী লীগ ১৪ দলীয় জোটেই নির্বাচন করবে। ১৪ দলের বাইরে অন্যকোনো দলের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির সুযোগ নেই। আর নাশকতা যেগুলো হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ইতোমধ্যে শক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে। যে এলাকায় নাশকতা হবে, সেই এলাকার বিএনপি নেতাদের এর দায়ভার নিতে হবে। নাশকতা করলেই তাকে আইনের আওতায় আসতে হবে। আশা করছি দুই-একটি কঠোর পদক্ষেপ নিলেই এই চোরাগুপ্তা নাশকতা বন্ধ হয়ে যাবে।’

বার বার সরকার পতনের কথা বলে বিএনপি নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করে রাখতে চায় মন্তব্য করে আ. লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, নিষেধাজ্ঞা নিয়ে স্বপ্ন দেখছে বিএনপি, তারা ভাবছে কোন বিদেশি প্রভূ তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। বিএনপির একটি গুজব সেল আছে এদের কাজই হলো গুজব সৃষ্টি করা। এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

বর্ধিত সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলি, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতাসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য দেন।

কুষ্টিয়ায় চাচাতো ভাইকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঘরের জানালা-দরজা বানানোর ঘটনাকে কেন্দ্র আপন চাচাতো ভাইদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা ও সংঘর্ষে কুষ্টিয়ার মিরপুরে মনিরুল ইসলাম মনির মিস্ত্রি (৪৮) নামে এক ব্যাক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহতের ছেলেও গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতলে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (০৪ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে মিরপুর উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের হালসা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মনিরুল ইসলাম মনির মিস্ত্রি উপজেলার আমবাড়িয়া ইউনিয়নের হালসা গ্রামের মৃত রহিম মিস্ত্রির ছেলে।

নিহতের মেয়ে মিলি খাতুন অভিযোগ করে বলেন, আমার ভাই আব্দুল্লাহ ঘরের দরজা এবং জানালা তৈরি করতে দেয় চাচা আমিরুলের কাছে। গতকাল রাতে জানালা নেবে না বলে বাক-বিতণ্ডা বাঁধে। একপর্যায়ে মনিরুল ইসলামের চাচাতো ভাই আমিরুল তার ভাই নাজমুল, এনামুল, মিনা ও কালু লাঠি নিয়ে বাড়িতে এসে আমার ভাই আব্দুল্লাহকে মারধর করেন। এসময় আমার বাবা ঠেকাতে গেলে তাকেও মারধোর করেন। এতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই আমার বাবা মারা যান। এবং আমার ভাই আব্দুল্লাহকে
(২৫) গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা করেন।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘরের জানালা-দরজা বানানোর ঘটনাকে কেন্দ্র আপন চাচাতো ভাইদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা ও সংঘর্ষের ঘটনায় মনিরুল ইসলাম মনির মিস্ত্রি নামের একজন নিহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার

পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছেন।

কুষ্টিয়ার ৪টি আসনে মনোনয়ন বৈধ ২৯, বাতিল ১৭

কুষ্টিয়ার দুই হেভিওয়েট প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ মোট ২৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষনা করেছে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।

আজ সোমবার সকাল ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত যাচাই-বাছাই শেষে জেলার চারটি আসনে মোট ১৭ জনের মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়া-১ আসনে মোট ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আল মামুন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পটলের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির মোহাম্মদ ফজলুল হক এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ফারুক হোসেনের মনোনয়নপত্র।

এখানে নৌকার প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আ কা ম সরওয়ার জাহান বাদশাহ্ ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক এমপি রেজাউল হক চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে ১৩ প্রার্থীর মধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে ছয়জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। ১ শতাংশ সমথর্কের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. ইফতেখার মাহমুদ ও শরিফুজ্জামানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি

থাকায় বাতিল হয়েছে পিপলস পার্টির এজেএম শাহিদুজ্জামান, বিএনএম’র আরিফুর রহমানের মনোনয়নপত্র। আর আয়কর রিটার্ন দাখিল না করায় স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ কামরুল আরিফিন ও সাম্যবাদী দলের আনোয়ার হোসেন বাবলুর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এখানে জাসদ সভাপতি বর্তমান সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু ও অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা পরিষদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তফা কামাল মারুফ ও রাকিবুজ্জামান সেতুর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। আর ঋণখেলাপি থাকায় বাতিল হয়েছে তরিকত ফেডারেশনের মেহেদী হাসান রিজভী ও জাতীয় পার্টির নাফিজ আহমেদ খান টিটোর মনোনয়নপত্র।

এখানে বর্তমান এমপি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনুসহ ৬জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনে দাখিল করা ১০টি মনোনয়নের মধ্যে ঋণখেলাপি থাকায় মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে সাবেক এমপি আব্দুর রউফ ও জাকের পার্টির ফারুক হোসেনের। আর ১ শতাংশ সমর্থকের তথ্য সঠিক না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী খাইরুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

এই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার সেলিম আলতাফ জর্জসহ সাতজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১ শতাংশ সমর্থকের কাগজপত্র ভুল থাকা, আয়কর রিটার্ন দাখিলের কাগজপত্র না থাকা ও ঋণ খেলাপি থাকায় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। বাতিল প্রার্থীরা আগামীকাল থেকে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়ায় অ্যালকোহল পানে এক ব্যক্তির মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করে বিষক্রিয়ায় আবুল কাশেম
(৪০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৩ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আবুল কাশেম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুর্বাচারা গ্রামের নুরুল ইসলাম পটল সাধুর ছেলে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আবুল কাশেম গত শুক্রবার রাতে অ্যালকোহল পান করে বাড়িতে যান। পরে গতকাল শনিবার ভোরের দিকে সে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। পরে তার স্বজনেরা তাকে চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার সকালের দিকে তার মৃত্যু হয়। পুলিশ কাশেমের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার জানান, শনিবার সকালে আবুল কাশেম নামের ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা। অ্যালকোহল পান করার পর বিষক্রিয়ায় সে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে, তার স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

বিএনপি এখন সন্ত্রাসী জঙ্গী

বাহিনীর মত হয়ে গেছে : হানিফ

‘বিএনপি এখন আত্মগোপনে থেকে সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপির সামনে কোন রাস্তা খোলা নেই। তারা এখন সন্ত্রাসী জঙ্গী বাহিনীর মত হয়ে গেছে। আত্মগোপনে থেকে থেকে বাসে ট্রাকে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা করায় তাদের কাজ। তারেক রহমান এখন জঙ্গী দলের নেতা হিসেবে যা বলছে তা তার দলের নেতাকর্মীরা ভাবতে পারে। কিন্তু জনগন ও সরকার এ নিয়ে কিছু ভাবে না। কোন লাল চিঠি কিংবা সাদা চিঠি দিয়ে এই সরকারকে টলানো যাবে না।

রোববার সকালে কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

এসময় নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, এখন বিএনপি মাগুরা স্টাইলের নির্বাচন হচ্ছে বলে অভিযোগ করছে, কিন্তু মাগুরা স্টাইলের নির্বাচন টা করেছিলো ওই বিএনপিই। এর জন্য তারা এখনও জাতীর কাছে ক্ষমা চায়নি। আওয়ামী লীগ অন্য কোন স্টাইলে নির্বাচন করে না। সংবিধান অনুযায়ী জনগণের অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন করবে।

হানিফ আরও বলেন, ইতিমধ্যে ভোটের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। এই মুহুর্তে যদি কেউ মনে করেন ভোট বন্ধ করে কোন প্রভু কাউকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে তবে সেই স্বপ্ন দিবা স্বপ্ন হয়েই থাকবে। ২০১৪ সালেও বিএনপি নির্বাচন বানচাল করতে জ¦◌ালাও পোড়াও করেছে। কোন লাভ হয়নি।

এসময় স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরাসহ গণমাধ্যম কর্মীরা ও উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে : হানিফ

ভুল রাজনীতির কারণে বিএনপি আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকতেও জনগণ বিরোধী কাজ করেছিল হাওয়া ভবন বানিয়ে লুটপাট দুর্নীতি সন্ত্রাসী করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। দেশটাকে একটা জঙ্গী রাষ্ট্র বানিয়েছিল। বিদেশী জঙ্গীদের অস্ত্র সরবারহ করে তাদের আশ্রয় দিয়ে এই রাষ্ট্রটাকে জঙ্গীবাদ বানিয়ে ফেলেছিল। যার কারণে বাংলাদেশটা পৃথিবীর কাছে দূর্নীতিগ্রস্থ এবং ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে চিন্নিত ছিল। জনগণ এই সমস্ত অপকর্মের কারনণ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ২০০৮ সালের নির্বাচনে জনগণ তাদেরকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল।

শনিবার বেলা ১১টায় পিটিআই রোডে কুষ্টিয়া নাগরিক পরিষদের আয়োজনে নাগরিক প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, দূর্ভাগ্যেজনক হলেও বিএনপি সেই শিক্ষা এখনো গ্রহন করেনি। বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থাকতে একই কাজ করছে ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যার করার কারনে জনগণ তাদেরকে আবারো ধিক্কার দিয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। সেই বিএনপি এখন আবার নতুন করে নির্বাচন বানচাল করার জন্য আন্দোলনের নামে বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষের মধ্যে আতংক স্বৃষ্টি করে তারা ভাবছে এটাই তাদের খুব সফলতা হচ্ছে।

হানিফ আরো বলেন, বিএনপির এখন রাজনৈতিক সফলতা হচ্ছে বাসে ট্রেনে আগুন দেয়া, এটা একটা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। চোরাগুপ্তা দুয়েকটি জায়গায় বোমা ফাটিয়ে বা দুইএকটা জায়গায় বাসে আগুন দিয়ে কোন কিছু অর্জন করা যাই না। দেশের মানুষ বিএনপির প্রতি আস্থাও রাখে না এবং এই দলটার প্রতি ক্রমানয়ে মানুষের ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসময় নাগরিক পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন পেছানো বা আর পুনর্বিচেনার কোনো সুযোগ নেই : হানিফ

সাধারণ দৃষ্টিতে এই নির্বাচন পেছানো বা আর পুনর্বিচেনার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, এই ভোট নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। কারণ সাধারণ মানুষের উৎসাহ, উৎসব-আমেজে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) বেলা ১২টায় নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে হানিফ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

ভয়েস অব আমেরিকার প্রতিবেদন নিয়ে প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, সব রকম চেষ্টার পরও যদি কোনো দল নির্বাচনে না আসে তবে এই নির্বাচন পক্ষপাতমূলক বলা যাবে না। সেটা বাংলাদেশের এই নির্বাচনের বাস্তব চিত্র নয়।

এদিকে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে কুষ্টিয়ায় জেলা রিটানিং কর্মকর্তার কাছে কুষ্টিয়া-৩ সদর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন হানিফ।

পিটিআই রোডের নিজ বাসভবন থেকে নারী পুরুষ নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হেঁটে এসে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি।

একই সঙ্গে আরও একজন হেভিওয়েট প্রার্থী কুষ্টিয়া-৪ কুমারখালী- খোকসা আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি তার মনোনয়নপত্র জমা দেন।

জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটানিং কর্মকর্তা এহেতেশাম রেজা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেন।

এ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা রিটানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় নেতাকর্মীদের স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে। এর আগে কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন কুষ্টিয়া সদর আসনের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের মনোনয়পত্র জমা দিয়েছেন।

গভীর নলকুপ রেখেই এলজিইডির অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ অব্যাহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযাগ পাওয়া গেছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডি এ কাজ বাস্তবায়ন করছে ঠিকই কি ‘অপরিকল্পিত নির্মাণ’ দায় নিতে চাচ্ছেনা উপজেলা প্রকৌশলী।

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের তথ্য মতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার সরকারী ও বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান রয়েছে এবং শেষ হয়েও গেছে। চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম ১৭ কোটি ৯৬ লাখ ২৮ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলার ৪টি উপজেলায় ৩৬টি প্যাকেজের মধ্যে ৩১টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে আরও ৫টি। চাহিদা ভিত্তিক বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম ১৬ কোটি ৬ লাখ ২ হাজার ১৪০ টাকা ব্যয়ে ৪টি উপজেলায় ২৩টি প্যাকজের মধ্য ২২টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে ১টি। প্রাথমিক ভবন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬ কোটি ৭৪ লাখ ১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৩২টি প্যাকজের মধ্যে ৬৭টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে আরা ৬৫টি কাজ।

প্রাথমিক ভবন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শহরের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে চলমান নির্মাণ কাজ অপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে বলে অভিযাগ পাওয়া গেছে। নির্মাণাধীন ফটকের যাতায়াতের মাঝখানে জনস্বাস্থ্য প্রকশৌলী অধিদপ্তরের একটি গভীর

নলকুপ (তারা ডেভ হেড) রয়েছে। ওই নলকুপটি না সরিয়েই চলছে নির্মাণ কাজ। নলকুপটি না সরিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণ কাজের অনুমতি দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে, কাজ দেখভাল নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আক্তার হোসনকে সরকারী কাজে এমন অবহেলার জন্য দায়ী

করেছে নাম প্রকাশ না করা শর্তে অনকে। এ কাজের প্রাক্কলন করার সময় ফটকের মাঝখানে নলকুপটি বসানো থাকলেও তা কিভাবে নজর এড়ালো তা প্রশবিদ্ধ? স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ কাজটি বিদ্যালয়ের পাশে কেদারগঞ্জপাড়ার ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা করছে। কারনে চোখের সামনে অপরিকল্পিতভাবে কাজটি করলেও তা বলা যাচ্ছেনা। ওই বাসিন্দারা আরও বলেন, প্রকাশ্য শহরের মধ্যে যদি এলজিইডি এ ধরনের কাজ করাতে থাকে, তাহলর যেখানে দেখার কেউ নেই সেখানে এ দপ্তরের প্রকৌশলীরা কাজগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করে ?

নির্মাণাধীন ফটকের মাঝখানে গভীর নলকুপ বসানো থাকা অবস্থায় কিভাবে কাজ চলছে,এমন প্রশ্নের জবাবর ওই বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষিকা শিরিনা আক্তার বলেন,এ নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। কাজ কিভাবে চলছে তা আমাদের জানা নেই।

এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আক্তার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের দেখিয়ে দেওয়া স্থানই এলজিইডি কাজের বাস্তবায়ন করে। সে কারনে এ ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। তারা যেখান কাজটি করতে বলেছে সেখানই ফটক নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শেখ ফরিদ বলেন, গভীর নলকুপ রেখই ফটক নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকলেও বিদ্যালয় বা এলজিইডির তরফ থেক নলকুপটি সরিয়ে নেয়ার জন্য কোন আবদেন করা হয়নি। আবেদন করলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিষয়টি জানা ছিলোনা। এটা সমাধানর ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীনের পদত্যাগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামরুল আরেফিন।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এরআগে প্রাথমিক শিক্ষায় অবদান রাখায় দেশসেরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সম্মাননা লাভ করেন।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী দেয়নি। আসনটি এখনও ফাঁকা রাখা হয়েছে। ইনুকে ছাড় দেওয়ার জন্য আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে বলে মনে করছেন দলটির নেতারা। বিএনপি-জামায়াত না আসায় এবার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ইনুকে ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেতাকর্মীদের মতামত নিয়ে কামরুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। এরপর বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানরা ছাড়াও জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কামারুল আরেফিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নির্বাচন করব এবং এ নির্বাচনে জয়লাভও করব, ইনশাআল্লাহ।’

তিনি বলেন, ‘কুষ্টিয়া-২ আসনটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। যদি আমাকে দল

নৌকা দেয় তাহলে আমি দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করব। আর দল না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করব। আর সেজন্যই আজ পদত্যাগ করলাম। আমাদের দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ঘোষণা দিয়েছেন নির্বাচন উৎসবমুখর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে হবে। তাই আমি উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে জনতার কাতারে চলে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই আসনে জাসদ নেতা ইনু সাহেব আওয়ামী লীগের ৮০ ভাগ ভোটের ওপর ভর করে বিগত তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। এ বছর উনার (ইনুর) ২০ ভাগ ভোট নিয়ে এবার নির্বাচন করতে হবে। তার সময় মিরপুর ভেড়ামারায় আওয়ামী লীগের চারজন নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তাই তাকে আর এমপি হিসেবে দেখতে চায় না। দুই উপজেলার নেতাকর্মীরা মুখিয়ে আছে আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য। দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের নেতা আমি, আমি জনগণের সঙ্গে থাকতে চাই।’

গত তিনটি নির্বাচনে পর পর কুষ্টিয়া-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে তথ্যমন্ত্রী হন তিনি। পরপর তিনটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকা নিয়ে দলটির নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় নির্বাচিত হন ইনু।

মিরপুর ও ভেড়ামারায় কামারুল আরেফীনের বিশাল ভোট ব্যাংক রয়েছে। পরপর দুটি উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হন তিনি।